লিচু চোর

কাজী নজরুল ইসলাম

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল্-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া,
বলি থাম, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গো যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ ক'রে
পড়েছি সড়াৎ জোরে।
পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই,
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোর্‌সে ঠুসি!
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়

লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল!
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা।
দেখে যেই আঁৎকে ওঠা
কুকুরও জুড়্‌লে ছোটা।
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়।
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গো' বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌লো ধড়ে।
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলো –
মালীর ঐ পিট্‌নী গুলো।
কি বলিস্? ফের হপ্তা?
তৌবা – নাক্ খপ্‌তো।

সৌজন্যঃ নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড [ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬; পৃঃ ২৬৬-২৬৭]